AKASHVANI(AIR)
RNU:KOLKATA
BengaliText Bulletin

Date 26-01-2026 **Time: 7.50 P.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ–

১) যথোচিত মর্যাদায় সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও আজ ৭৭ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে রাজ্যপাল ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস আজ রেডরোডে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

রাজ্যবাসীর উদ্দেশে এক ভাষণে রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির জন্য সকলকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান।

২) বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেছেন, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

৩) বিকশিত ভারত জি রাম জি আইনের বাস্তবায়ন এক ঐতিহাসিক সাফল্য বলে রায়গঞ্জের সাংসাদ কার্তিক চন্দ্র পাল মত প্রকাশ করেছেন।

৪) দক্ষিণ ২৪ পরগণার নাজিরাবাদে এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ একাধিক। রাজ্য সরকার প্রকৃত মৃতের সংখ্যা আড়াল করছে বলে বিজেপির অভিযোগ।

৫) বাংলা, জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করেছে।

উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারা দেশ আজ ৭৭-তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করছে। নতুন দিল্লির কর্তব্য পথে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূ আজকের অনুষ্ঠানে দেশকে নেতৃত্ব দেন। জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেখানে তিনি শহীদ সেনানীদের প্রতি সারা দেশের হয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান।

আজকের প্রধান অতিথি ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্তনিও কোস্তা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লিয়েনকে সঙ্গে নিয়ে কর্তব্য পথে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূ। জাতীয় পতাকা উন্মোচনের পর ২১-টি তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয় জাতীয় সঙ্গীতের সুর। এবছর কুচকাওয়াজের মূল ভাবনা "স্বতন্ত্র কা মন্ত্র – বন্দে মাতরম" এবং "সমৃদ্ধিকা মন্ত্রঃ আত্মনির্ভর ভারত"।

কুচকাওয়াজে বিভিন্ন রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারী মন্ত্রক ও বিভাগের ৩০-টি ট্যাবলোয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আত্ম নির্ভরতার ভাবনা প্রদর্শিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম বসু, বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং মাতঙ্গিনী হাজরার প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়।

কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূ।

সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও আজ সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপিত হচ্ছে। কলকাতার রেড রোডে আজকের বর্ণময় কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সেনা কর্তাদের উপস্থিতিতে রাজ্যপাল জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট, নৌবাহিনী ও বায়ুসেনা ছাড়াও কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একাধিক দলও কুচকাওয়াজে অংশ নেয়।

পাশাপাশি ছিল আধুনিক সামরিক সরঞ্জামের প্রদর্শন। প্যারেডে স্কুল পড়ুয়াদের অংশগ্রহণও নজর কেড়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ন্যায় বিচার, সাম্য, সামাজিক ঐক্য, সহমর্মিতার সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল থাকার জন্য সকলকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারিও সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এর আগে সকালে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির জন্য সকলকে এক জোট হওয়ার আহ্বান জানান রাজ্যপাল ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশ বিকশিত ভারত হয়ে ওঠার পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেই বিকশিত ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল বিকশিত বাংলা।

বাইট রাজ্যপাল বিকশিত বাংলা

ডক্টর বোস বলেন, ভারতের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। মহান সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পবিত্র ভূমি হল এই বাংলা। সংবিধানে বর্ণিত সাম্য, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা আজও সমাজে সমান প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সাধারণতন্ত্র দিবসে আজ দেশের সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে, নিরাপত্তা কর্মী, স্বাস্থ্য, পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মী, শিক্ষক, শ্রমিক প্রত্যেকের কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, দেশ গঠনে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

নবান্ন, বিধানসভা, রাইটার্স, জিপিও, পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব রেল সহ বিভিন্ন সরকারী দফতরেও জাতীয় পতাকা উন্মোচন এবং সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। স্কুল, বিভিন্ন ক্লাব এবং সংগঠনের তরফেও দিনটি যথোচিত মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রেও দিনটি যথোচিত মর্যাদায় উদযাপিত হয়।

জেলাগুলিতেও চিরাচরিত উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিনটি পালিত হচ্ছে।

চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে সাধারণতন্ত্র দিবসে লোকভবনে চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন তিনি। এছাড়াও রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতীদের বন্দেমাতরম পুরস্কার প্রদান করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক সন্তুর বাদক পন্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায়ের হাতে এই সম্মান তুলে দেন রাজ্যপাল। এছাড়াও চলচ্চিত্র পরিচালক সুজিত সরকার, শিল্পপতি চন্দ্রশেখর ঘোষ, প্রবীণ অভিনেতা মোহন বাবু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টদের উৎকর্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য ও শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পেতে চলেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালেয়র রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায়। শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, গবেষণায় প্রায় চার দশকের কর্মজীবনে প্রকাশিত গবেষণা পত্রের সংখ্যা ৫০০-র বেশি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রির ফেলো নির্বাচিত হন তিনি। এই সম্মানে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বলে জানিয়েছেন।

বাইট মহেন্দ্রনাথ রায়

উল্লেখ্য এবছর ১১৩ জন পদ্মশ্রী প্রাপকের মধ্যে এরাজ্যের ১১ জন রয়েছেন।

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিজেপির সদর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সংবিধান ভারত আত্মার প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল কার্যত সংবিধানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। শ্রী ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থাকে আক্রমণ করে চলেছে। রাজ্যে গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ সুরক্ষিত নয়। এর ফলে তৈরি হয়েছে চরম অস্থিরতা। মানুষের সামান্যতম মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে নির্বাচনের আগে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এসআইআরকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে সংবিধানের অস্তিত্ব আছে কিনা, তা নিয়ে তিনি সরকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছে প্রশ্ন তোলেন।

বাইট শমীক

বিকশিত ভারত জি রাম জি আইনের বাস্তবায়ন এক ঐতিহাসিক সাফল্য বলে রায়গঞ্জের সাংসাদ কার্তিক চন্দ্র পাল মত প্রকাশ করেছেন। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এ সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিকশিত ভারতে স্বপ্ন বাস্তবায়নে মূল ভিত্তি হল গ্রাম। কাজের নিশ্চয়তা, আয় বৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভরতার পথে গ্রামের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচী Pro-Governance and Timely Implementation - PRAGATI (প্রগতি)-র ৫০ তম বৈঠক সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। একে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসাবে দেখছে সরকার। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উদ্যোগ চালু করার পর সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। সম্ভব হয়েছে প্রকৃত সময়ে প্রকল্পের নজরদারি। মূল পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি নিয়ে জনগণের মতামত বা অভিযোগ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো যাচ্ছে। একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র, রাজ্য ও বিভিন্ন মন্ত্রককে এক জায়গায় আনা সম্ভব হয়েছে, যা সফল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম উদাহরণ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার আনন্দপুরে কলকাতার উপকণ্ঠ নাজিরাবাদে একটি ডেকরেটর্স সংস্থার গুদামে লাগা অগ্নিকান্ডে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ একাধিক। একটি প্রতিবেদন

ভয়েসকাস্ট গৌতম মন্ডল

বিজেপি, এই অগ্নিকাণ্ড এবং মৃত্যুর জন্য রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ করেন, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেলেও যার তৎপরতা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই দমকল মন্ত্রীর কোনো হদিশ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হলেও রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ মৃতের প্রকৃত সংখ্যা আড়াল করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এতগুলো নিরীহ মানুষের চরম পরিণতির জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী বলে শ্রী মজুমদার মন্তব্য করেছেন।

এদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন।

বাইট শুভেন্দু

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই তাপমাত্রা ওঠা নামা করবে। মাসের একেবারে শেষের দিকে উত্তরবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানী ডঃ সৌরিশ বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বিশেষ হেরফের হবেনা। তবে পশ্চিমী জেলাগুলিতে কলকাতা থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকবে। আজ আলিপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,

স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি। সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কোনো জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলা, জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করেছে। অসমে গতকাল বাংলা, রাজস্থানকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়। গোল করেছেন সায়ন ব্যানার্জী। তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে আছে বাংলা। বুধবার বাংলা পরবর্তী ম্যাচে তামিলনাড়ুর বিরূদ্ধে খেলবে।